128170 - শঙ্গিা লাগানোর সময় নর্িধারণ সংক্রান্ত কোন হাদসি সহহি নয়

প্রশ্ন

শনবিার কংিবা শুক্রবারে শঙ্গিা লাগানো কি মাকরুহ; যদি সইে দনি ১৯ তারখি বা ১৭ তারখি কংিবা ২১ তারখি হয়? যহেতেু হাদসিে এসছে, তোমরা বুধবারে, কংিবা শুক্রবারে, কংিবা শনবিারে, কংিবা রববিারে শঙ্গিা লাগওি না। বৃটনেরে মুসলমানদরে নকিট এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বষিয় হয়ে দাঁড়য়িছে। আশা করি বষিয়টি পরষ্কিার করবনে। এ সংক্রান্ত হাদসিগুলো কি দুর্বল; না সহহি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

শঙ্গিা লাগানোর সময়রে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে অনকেগুলো হাদসি বর্ণতি হয়ছে। এ ব্যাপারে কওলি (বাচনকি) হাদসি যমেন রয়ছে, ফ'লী (কর্মগত) হাদসিও রয়ছে। এ হাদসিগুলো দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: যে হাদসিগুলোতে শঙ্গিা লাগানোর উত্তম দনিগুলো সুনর্দিষ্টভাবে উল্লখে করা হয়ছে। সে দনিগুলো হচ্ছে- চন্দ্রমাসরে ১৭ তারখি (বশিষেতঃ যদি মঙ্গলবার হয়); ১৯ তারখি ও ২১ তারখি এবং সপ্তাহরে সোমবার ও বৃহস্পতবিার।

দ্বতিীয় প্রকার: যে হাদসিগুলোতে সপ্তাহরে বশিষে কছিু দনিে শঙ্গিা লাগানোর নষিধোজ্ঞা এসছে। সে দনিগুলো হচ্ছে- শনবিার, রববিার, মঙ্গলবার (মঙ্গলবারে শঙ্গিা লাগানোর প্রতি উৎসাহও বর্ণতি হয়ছে), বুধবার ও শুক্রবার।

অধকিাংশ আলমে এ দুই প্রকাররে হাদসিগুলো দুর্বল হওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এর কোনটি সহহি না হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেনে। তাদরে উক্তগিুলোর মধ্যে রয়ছে:

১। ইমাম মালকেকে শনবিার ও বুধবারে শঙ্গিা লাগানো সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলনে: এতে কোন অসুবধিা নইে। আমি সব কয়টি দনিে শঙ্গিা লাগয়িছে। আমি এর কোনটকিে মাকরূহ মনে করি না।[আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা (৭/২২৫) থকেে সংক্ষপেে সমাপ্ত; গ্রন্থকার এ উক্তটিি 'আল-উতবয়িাহ' থকেে উদ্ধৃত করছেনে]

মালকেি মাযহাবরে 'আল-ফাওয়াকহে আল-দাওয়ানি' (২/৩৩৮) গ্রন্থে এসছে- বছররে প্রতটিি দনি শঙ্গিা লাগানো জায়যে;

এমনকি শনিবার ও বুধবারেও। বরং ইমাম মালকে সারা বছর শঙ্গিা লাগাতনে। এই দুই দনিে কোন প্রকার ঔষধ গ্রহণ করা মাকরূহ নয়। পক্ষান্তরে, এই দুই দনিে শঙ্গিা লাগানো থকেে সতর্কমূলক যসেব হাদসি বর্ণতি হয়ছেে সগেুলো ইমাম মালকেরে নকিট সহহি নয়।[সমাপ্ত]

২। আব্দুর রহমান বনি মাহদি (রহঃ) বলনে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এ সংক্রান্ত (অর্থাৎ শঙ্গিা লাগানোর সময় নর্িধারণমূলক) কোন কছিু সহহি সাব্যস্ত হয়নি। তবে তনিি শঙ্গিা লাগানোর নর্িদশে দয়িছেনে।[সমাপ্ত, ইবনুল জাওযি 'আল-মাওযুআত (৩/২১৫) গ্রন্থে এ উক্তটিি উল্লখে করছেনে]

৩। আল-খাল্লাল ইমাম আহমাদ থকেে বর্ণনা করনে য,ে হাদসিটি সাব্যস্ত হয়নি।[ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী (১০/১৪৯) তে এ উক্তটিি উল্লখে করছেনে]

৪। বারযায়ি বলনে:

'আমি আবু যর (রাঃ) এর সাক্ষাত পয়েছে।ি তনিি বশিষে কোন দনিে শঙ্গিা লাগানো মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে কোন কছিু সাব্যস্ত করনে না এবং বশিষে কোন দনিে শঙ্গিা লাগানো মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন কছিু সাব্যস্ত করনে না।[সমাপ্ত, সুআলাতুল বারযায়ি (২/৭৫৭)]

৫। হাফযে ইবনে হাজার –ইমাম বুখারীর উক্তি 'পরচ্ছিদে: কোন সময় শঙ্গিা লাগাব,ে আবু মুসা (রাঃ) রাত্রবিলো শঙ্গিা লাগয়িছেনে' ব্যাখ্যা করতে গয়িে- বলনে: শঙ্গিা লাগানোর উপযুক্ত সময় সম্পর্কে বশে কছিু হাদসি বর্ণতি হয়ছে।ে তবে এর কোনটি বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ নয়। তাই তনিি যনে এ ইঙ্গতি করতে চাচ্ছনে য,ে প্রয়োজন হলে যে কোন সময় শঙ্গিা লাগানো যাব।ে কোন সময় শঙ্গিা লাগানো যাব;ে আর কোন সময় শঙ্গিা লাগানো যাবে না— এমনটি নয়। কারণ তনিি রাত্রবিলো শঙ্গিা লাগানোর বষিয়টি উল্লখে করছেনে।[ফাতহুল বারী (১০/১৪৯) থকেে সমাপ্ত]

৬। উকাইলি (রহঃ) বলনে: "এ বষিয়ে অর্থাৎ শঙ্গিা লাগানোর জন্য বশিষে দনি নর্িবাচন সম্পর্কে কোন হাদসি সাব্যস্ত নয়।[আল-যুআফা আল-কাবরি (১/১৫০) থকেে সমাপ্ত]

৭। ইবনুল জাওযি তার 'আল-মাওযুআত (জাল হাদসি সংকলন)' নামক গ্রন্থে (৩/২১১-২১৫) গোটা একটি পরচ্ছিদে রচনা করছেনে এবং এতে এ সংক্রান্ত হাদসিগুলো উল্লখে করার পর বলনে: "এ হাদসিগুলোর কোনটি সহহি নয়।"[সমাপ্ত]

৮। ইমাম নববী (রহঃ) বলনে:

"সারকথা হচ্ছ-ে বশিষে কোন দনিে শঙ্গিা লাগানো নষিদ্ধি হওয়া সম্পর্কে কোন কছিু সাব্যস্ত হয়নি।"[আল-মাজমু (৯/৬৯),

যদওি নববী ১৭ তারখি, ১৯ তারখি ও ২১ তারখিে শঙি্গা লাগানোর সময় সংক্রান্ত হাদসিটকিে ‘হাসান’ বলনে]

৯। হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে:

“এ হাদসিগুলোর কোনটি সহহি নয়।”[সমাপ্ত; ফাতহুল বারী (১০/১৪৯)]

দুই:

আলমেগণরে অনকেে চন্দ্রমাসরে ১৭ তারখি, ১৯ তারখি ও ২১ তারখিে শঙি্গা লাগানোকে মুস্তাহাব মনে করনে নম্নিোক্ত দললিরে ভত্তিতি:

১. সাহাবীগণ থকেে সহহি সূত্রে এ বষিয়টি বর্ণতি হয়ছে:

আনাস বনি মালকে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ মাসরে বজেোড় দনিগুলোতে শঙি্গা লাগাতনে।”

তাবারানী ‘তাহযীবুল আছার’ গ্রন্থে (নং-২৮৫৬) এ আছার (সাহাবীর উক্তি) টি বর্ণনা করছেনে। তনিি বলনে: এ আছারটি আমাদরে নকিট মুহাম্মদ বনি বাশশার বর্ণনা করছেনে, তনিি বলনে: আমাদরে নকিট আবু দাউদ বর্ণনা করছেনে তনিি বলনে: আমাদরে নকিট হশিাম বর্ণনা করছেনে কাতাদা থকেে, তনিি বর্ণনা করছেনে আনাস (রাঃ)। এ সনদটি (বর্ণনাসূত্রটি) সহহি। আবু যুরআ বলনে: এ বষিয়ে সবচয়েে শুদ্ধ হচ্ছে আনাস (রাঃ) এর হাদসি: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ ১৭ তারখি, ১৯ তারখি ও ২১ তারখিে শঙি্গা লাগাতনে।” [সুআলাতুল বারযায়ি (২/৭৫৭)] ইমাম তাবারী উল্লখেতি আছার (সাহাবীর উক্তি) এর পর রফি (আবুল আলয়িা) থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: “তাঁরা মাসরে বজেোড় তারখিে শঙি্গা লাগানো মুস্তাহাব মনে করতনে।” এবং তনিি ইবনে আওন থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: “তনিি তার কছিু সাহাবীকে ১৭ তারখিে ও ১৯ তারখিে শঙি্গা লাগানোর নর্দিশে দতিনে।” ইমাম আহমাদ বলনে: সুলাইম বলছেনে, হশিাম আমাদরেকে মুহাম্মদ থকেে সংবাদ দয়িছেনে য, তনিি এ হাদসিে ‘২১ তারখি’ এর কথাও বর্ণনা করতনে।

সম্ভবত সাহাবায়ে করোমরে এ অভ্যাসরে কারণ ছলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ সময় নর্িধারণ। এতে করে বুঝা যায় য, এ হাদসিগুলো ‘হাদসিে মারফু’ (রাসূল থকেে বর্ণনা) হওয়ার একটা ভত্তিি রয়ছে। বরং কোন কোন আলমে এ সংক্রান্ত কোন কোন মারফু হাদসিকে মজবুত বলে রায় দয়িছেনে। যমেন ইমাম তরিমযিি। তনিি আনাস বনি মালকে (রাঃ) এর হাদসি: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গর্দানরে দুই পাশে ও পঠিরে দুই পাশে শঙি্গা লাগাতনে। এবং তনিি ১৭ তারখি, ১৯ তারখি ও ২১ তারখিে শঙি্গা লাগাতনে।” হাদসি নং ২০৫১, তরিমযিি বলনে: হাদসিটি হাসান।

একই রকম মত দয়িছেনে- মুতাআখ্খরিীন আলমেদরে মধ্যে সুয়ুতী তার ‘আল-হাওয়ি’ নামক ফতোয়া গ্রন্থে (১/২৭৯-২৮০)

এবং ইবনে হাজার আল-হাইতামী তার ফতোয়াতে (৪/৩৫১) এবং আলবানি তার 'আল-সলিসলিা আল-সহহিা' গ্রন্থে (নং ৬২২ ও ১৮৪৭)।

যদিও ইতপিূর্বে এ সংক্রান্ত মারফু হাদসি দুর্বল হওয়ার মর্মে যসেব ইমমাগণরে অভমিত উল্লখে করা হয়ছে সটোই শক্তশিালী ও অগ্রগণ্য।

২. চকিৎিসা শাস্ত্রওে এর সমর্থন রয়ছে:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ১৭ তারখি, ১৯ তারখি ও ২১ তারখিে শঙ্গিা লাগানো সংক্রান্ত হাদসিগুলো উল্লখে করার পর বলনে: "এ হাদসিগুলো চকিৎিসকদরে ঐকমত্যরে সাথে মলিে গলে। চকিৎিসকদরে মতে, মাসরে দ্বতিীয়ার্ধে এবং এরপর অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থাংশে শঙ্গিা লাগানো মাসরে প্রথমাংশে কংিবা শষোংশে শঙ্গিা লাগানোর চয়েে উত্তম। আর প্রয়োজন হলে আপনি যে কোন সময়ে শঙ্গিা লাগান, মাসরে প্রথমে হোক শষেে হোক আপনি উপকার পাবনে।

আল-খাল্লাল বলনে: ইসমত বনি ইসাম আমাকে সংবাদ দনে য, তনিি বলনে: হাম্বল আমাদরে নকিট বর্ণনা করছেনে য, তনিি বলনে: আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বনি হাম্বল এর যখনি রক্ত উত্তাল হয়ে উঠত তখনি শঙ্গিা লাগাতনে সটেি যে সময়ে হোক না কনে।[সমাপ্ত]

[যাদুল মাআদ (৪/৫৪)]

পক্ষান্তরে সপ্তাহরে বশিষে দনিে শঙ্গিা লাগানোর ব্যাপারে আমাদরে জানা মতে চকিৎিসা শাস্ত্রে কোন কছিু সাব্যস্ত হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে কছিু সাহাবী থকেে কছিু বক্তব্য এসছে। ইমাম আহমাদ থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি শনবিার ও বুধবারে শঙ্গিা লাগানো থকেে বরিত থাকতনে। ইবনুল কাইয়্যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৪/৫৪) আল-খাল্লাল থকেে এটি বর্ণনা করছেনে।

ইবনে মুফলহি (রহঃ) বলনে:

আবু তালবে ও একদল বর্ণনাকারী বর্ণনামতে, শনবিার ও বুধবারে শঙ্গিা লাগানো মাকরূহ। মুহাম্মদ ইবনে হাসানরে বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদ শুক্রবাররে কথাও বাড়তি বর্ণনা করছেনে। আল-মুসতাওয়াব ও অন্য গ্রন্থে এ ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা হয়ছে।

আল-মারওয়াযি বলনে: "আবু আব্দুল্লাহ রববিার ও মঙ্গলবারে শঙ্গিা লাগাতনে।"

কাযী বলনে: "রববিার ও মঙ্গলবারে পছন্দ করতনে। শনবিারে অপছন্দ করতনে। শুক্রবাররে ব্যাপারে নরিব ছলিনে।[বক্তব্য সমাপ্ত]

একটা নীতি হচ্ছে-তিনি যদি কোন বিষয়ে চুপ থাকেন তাহলে সে বিষয়ে দুটো দিকই থাকে।

যুহরী থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি শনিবারে কিংবা বুধবারে শিঙ্গা লাগালো ফলে তার কুষ্ঠরোগ হল তাহলে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে।" ইমাম আহমাদ এ উক্তটি উল্লেখ করেন এবং এটি দিয়ে দলিল দেন। আবু দাউদ বলেন: তিনি সনদসহ উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এটি সহিহ নয়।

বাইহাকী উল্লেখ করেছেন যে, একাধিক মুহাদ্দিস এ বাণীটি মুত্তাছিল সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি এটিকে দুর্বল বলেছেন। মুখস্তকৃত হচ্ছে- এটি মুনকাতি (কর্তিত সনদ)।[তাঁর কথা সমাপ্ত]

আবু বকর ইবনে আবু শাইবা তার নিজস্ব সনদে মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন যে, এটি মুরসাল। আর الوضح শব্দের অর্থ হচ্ছে-البرص অর্থাৎ কুষ্ঠরোগ।

ইমাম আহমাদের কাছে একবার বলা হল যে, এক ব্যক্তি বুধবারে শিঙ্গা লাগিয়েছে এবং এ সংক্রান্ত হাদিসটিকে তুচ্ছ করে বলেছে এটি কেমন হাদিস? এরপর সে লোকের কুষ্ঠরোগ হয়েছে। তখন ইমাম আহমাদ বলেন: কোন ব্যক্তির হাদিসকে তুচ্ছ করা সমীচীন নয়। আল-খাল্লাল এটি বর্ণনা করেন।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদিস বর্ণিত আছে যে, "জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে যে সময়ে কেউ শিঙ্গা দিলে তার এমন একটি রোগ হবে যে রোগ থেকে মুক্তি পাবে না।"। বাইহাকী হাসান সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন; সে সনদে আত্তাফ বিন খালেদ রয়েছে; তার মুখস্তশক্তিতে দুর্বলতা আছে।[সমাপ্ত; ইবনে মুফলিহ এর 'আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ (৩/৩৩৩)]

অনুরূপ বর্ণনা ইবনে মায়ীন, আলী ইবনে মাদীনি থেকেও বর্ণিত আছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।